

গফরগাঁওয়ে টাকার বিনিময়ে বিনামূল্যের পাঠ্যবই!

প্রতি সেট ৩৫০ টাকা

■ গফরগাঁও (মুসলিমসিঙ্গে) সংবাদদাতা

গফরগাঁও উপজেলার চরআলগী ইউনিয়নে টাকার বিনিময়ে ২টি ভুলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চরআলগীর দরিদ্র পরিবারের কোন শিক্ষার্থী টাকা দিতে না পারলে তাদেরকে ক্রাস চলাকালীন সময়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বকাঝকা/তিরস্কার করা হয় বলে একাধিক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে। প্রতিকার চেয়ে অভিভাবকরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর অভিযোগ দাখিল করেছেন।

দায়ের করা অভিযোগ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, চলতি শিফা বছরে চরআলগী ইউনিয়নের চরমহলন্দ মুসলিম বাঙ্গিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫২০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে বিনামূল্যের বই সরবরাহ করা হয়। কুল কর্তৃপক্ষ বই বিতরণের সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি সেট বইয়ের জন্য ৩৫০ টাকা আদায় করছে। দরিদ্র পরিবারের কোন শিক্ষার্থী দাবিকৃত টাকা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

গফরগাঁওয়ে টাকার

২০ পৃষ্ঠার পর

দিতে না পারলে কিংবা কিছু টাকা কম দিলে তাদেরকে ক্রাসক্রমে অন্য শিক্ষার্থীদের সাননে হাত তুলে দাঁড় করিয়ে বকাঝকা করা হয়। অপমানিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী কান্দতে কান্দতে বাড়ি ফিরে। চরমহলন্দ গ্রামের রয়ল নিয়া বলেন, ৩/৪ দিন পূর্বে আনার বেয়ে রাত্রি ভুলে যেতে অধীকৃতি জানিয়ে কান্দতে থাকে। কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, ৩৫০ টাকা ছাড়া কুলে গেসে দ্যার বই না দিয়ে বকাঝকা করে। পরে ধার-কর্ত্ত করে ৩৫০ টাকা দিলে সে বিদ্যালয়ে গিয়ে বই নিয়ে আসে। চরমহলন্দ মুসলিম বাঙ্গিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহমুদুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেশন ফি বাবদ ৩৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে। রশিদ বই ছাপানো না থাকায় রশিদ দেয়া হচ্ছে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল বারী বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত হ্যাঁটা কিছু বলা যাবে না।

একই ইউনিয়নের উত্তর চরমহলন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিত শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৬ শতাধিক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বিনামূল্যের বই দিয়ে জনপ্রতি ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষক আমানউল্লাহ স্বপন অভিযোগ অস্বীকার করেন। উপজেলা শিফা কর্মকর্তা আবু তালেব নিয়া বলেন, আমানউল্লাহ স্বপন বিভিন্ন অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত আছেন। বর্তমানে স্কুলের কোন কাজে তার সম্পৃক্ততা থাকার কথা নয়।